মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবাআ

ড. আলী মুহাম্মদ ওয়ানীস

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবাআ
মূল আরবি গ্রন্থ : তাআদ্দুয যাওজাত শরীয়াতুন দাঈমাতুন ওয়া সুন্নাতুন বাক্বিয়াতুন
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
ISBN : 978-984-8012-11-6
Web : maktabatulhasan.com

Fixed Price : 75 Tk

Masna wa Sulasa wa Rubaa
by D. Ali Muhammad Wanis
Published by : Maktabatul Hasan Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com fb/Maktabahasan

﴿فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ﴾

নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়, বিবাহ করো, দুই-দুইজন, তিন-তিনজন বা চার-চারজনকে।

(সূরা নিসা : ০৩)

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	৬
বহুবিবাহের শরয়ী বিধান	৮
ইসলামী শরীয়তে পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ের অনুমোদন	১১
ইসলামপূর্ব জাতিধর্মের ইতিহাসে বহুবিবাহ	১৫
১. ইহুদিধর্মে বহুবিবাহ	১৫
২. খৃস্টধর্মে বহুবিবাহ	১৮
৩. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী নবীদের বহুবিবাহ	২১
৪. খৃস্টান মনীষীগণের সাক্ষ্য	২১
বহুবিবাহের বিকল্প লিভ টুগেদার ও গালফ্রেন্ড কালচার! পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার এক নীতিহীন অমানবিক সংস্কৃতি	২৫
ইসলামে পুরুষের একাধিক বিয়ের বৈধতার কার্যকারণসমূহ	২৮
একাধিক বিয়ের বৈধতার সার্বজনীন কিছু কারণ	২৮
একাধিক বিয়ের বৈধতার ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট কিছু কার্যকারণ	৩৩
ইসলামে একাধিক বিয়ের বৈধতার শর্তাবলি	৪০
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহুবিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের আরোপিত সংশয়-অভিযোগের অপনোদন	৫৬
ইসলামের বহুবিবাহবিধান সম্পর্কে ইসলামবিদ্বেষীদের অবস্থান	৬১
বিরুদ্ধবাদীদের সাতটি আপত্তি, আমাদের উত্তর	৬২
ইসলামের বহুবিবাহ-বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন!	৭৬

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হামদ ও সালাতের পর,

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহা প্রজ্ঞাময় সত্তা। মানবজাতির জন্য জীবনবিধানরূপে আল্লাহ তাআলা 'ইসলামী শরীয়ত' নামক যে মহা নেয়ামত দান করেছেন, তার প্রতিটি বিধানই মহা প্রজ্ঞাময় সত্তার প্রজ্ঞাগুণের অপরূপ নিদর্শন। ইসলামের বিয়েবিধান ও দাম্পত্যবিধানও নানাবিধ প্রজ্ঞা ও কল্যাণগুণে সমৃদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বিয়ে-শাদীর মাধ্যমেই মানবজাতির অস্তিত্ব ও আগমনধারা নিরবচ্ছিন্ন থাকে, নারী-পুরুষের নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক শুদ্ধতা অটুট থাকে, মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি অর্জিত হয়। ইসলামের বিয়েব্যবস্থার উপকারিতা ও কল্যাণমুখিতা বিস্তৃত ও ব্যাপক। এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

অনেক ক্ষেত্রেই একজন পুরুষ তার স্ত্রীর মাধ্যমে দাম্পত্যজীবনের কাঙ্ক্ষিত কল্যাণধারা লাভ করতে পারে না। কারও স্ত্রী হয়তো বন্ধ্যা (সন্তান ধারণে অক্ষম), কোনো পুরুষ হয়তো একজন নারীকে বিয়ে করার পরও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখতে পূর্ণ আশ্বস্ত হয় না; বরং তার মানবিক প্রবৃত্তি অন্যের প্রতি ধাবিত হয়, কিংবা বিবাহিত জীবনের মাধ্যমে যে মানসিক প্রশান্তি সে লাভ করতে চেয়েছিল, তা বর্তমান স্ত্রীর মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না, অথবা স্ত্রী দুরারোগ্য কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় দাম্পত্যজীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এমন অনেক কিছুই পারিবারিক জীবনে ঘটতে পারে।

আবার হতে পারে স্বামী বছরের অধিকাংশ সময় সফরেই থাকেন, কিংবা অধিকাংশ সময় দেশের বাইরে অবস্থান করেন এবং এ কারণে তিনি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন; হারাম থেকে বাঁচতে তার সামনে তখন একটাই উপায়—সংযম অবলম্বন কিংবা নতুন বিয়ে করা। তা ছাড়া যুদ্ধবিগ্রহ ও নানাবিধ কারণে কোনো সমাজে পুরুষের সংখ্যা নারীদের তুলনায় কম হতে পারে, স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যেতে পারে নারীদের সংখ্যা। এ দাবি নিছক দর্শনশাস্ত্রের সম্ভাবনামূলক দাবি নয়; বরং বাস্তবেও অনেক সময় এরূপ দেখা

যায়। আমাদের সমাজগুলোতে অবিবাহিত নারীর সংখ্যাধিক্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অধিকন্তু নারীদের তুলনায় পুরুষজাতি প্রকৃতিগতভাবেই দীর্ঘকাল উৎপাদনক্ষম।

এ জাতীয় বিভিন্ন প্রয়োজন ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে ইসলাম পুরুষের জন্য একাধিক বিয়েব্যবস্থাকে বৈধতা দিয়েছে। কিন্তু সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী যারা এবং দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ইসলামের সৌন্দর্য-দর্শন থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের অনেকেই ইসলামের একাধিক বিয়েব্যবস্থা নিয়ে আপত্তি ও সমালোচনা করে। এ কারণেই আমরা এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাতে ইসলামের একাধিক বিয়েবিধান সম্পর্কে আলোচনা করার মনস্থ করেছি।

আমরা অবশ্য এ দাবি করছি না যে, এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কোনো ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ হয়নি। বরং প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই প্রচেষ্টা মূলত মহান পূর্বসূরিদের অসামান্য ও পূর্ণাঙ্গতর কর্মধারায় যৎসামান্য অংশগ্রহণমাত্র। আমরা চেয়েছি, মহান আল্লাহপ্রদত্ত সাওয়াব ও প্রতিদানে আমরাও যেন তাদের সঙ্গী হতে পারি। অবশ্য আমরা আশা করি, আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টা পূর্বসূরিদের সুমহান অবদানের সঙ্গে সামান্য হলেও নতুন কিছু যুক্ত করবে এবং পাঠকহৃদয়কে প্রশান্তি ও শীতলতা দান করবে।

—ড. আলী মুহাম্মদ ওয়ানীস

বহুবিবাহের শরয়ী বিধান

উম্মাহর বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম প্রথমবার বিয়ে করার বিধান, তাৎপর্য ও কল্যাণ সম্পর্কে যেমন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তেমনই আলোচনা করেছেন একাধিক বিয়ে করার বিধান, তাৎপর্য ও কল্যাণ সম্পর্কেও। প্রথম বিয়ে ও একাধিক বিয়ে সম্পর্কে তাদের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামী শরীয়তে মৌলিকভাবে বিয়ে করা মুবাহ বা বৈধ। অবশ্য ব্যক্তি ও অবস্থার ভিন্নতায় বিয়ের বিধান পাঁচ ধরনের হতে পারে—ওয়াজিব (আবশ্যক), হারাম (নিষিদ্ধ), মুস্তাহাব (উত্তম), মাকরূহ (অনুত্তম) ও মুবাহ (অনুমোদিত)। তবে এককথায় বিবাহের সাধারণ বিধান বলতে হলে মুবাহের কথাই বলতে হবে। কারণ এটিই বিয়ের মৌলিক বিধান।

নিম্নে আমরা আলোচ্য বিষয়ে ফকীহগণের কিছু মতামত উল্লেখ করছি।

দুরারুল হুক্কাম গ্রন্থের সংকলক লিখেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় বিয়ে করা সুন্নাত। স্বাভাবিক অবস্থা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নারীগমনের প্রবল বাসনা ও নারীগমনে অক্ষমতার মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা। আর কামনা প্রবল হলে বিয়ে করা ওয়াজিব। অপরদিকে দাম্পত্যজীবনের অধিকার রক্ষায় সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকলে বিয়ে করা মাকরূহ।[১]

আল্লামা নববী রহ. *মিনহাজুত ত্বালিবীন* গ্রন্থে লিখেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি বিয়ের আবশ্যকতা অনুভব করে এবং তার যথাযথ প্রস্তুতি ও আর্থিক সামর্থ্যও থাকে, তাহলে তার জন্য বিয়ে করা মুস্তাহাব। আর সংগতি ও প্রস্তুতি না থাকলে বিয়ে না করা মুস্তাহাব। এমন ব্যক্তি আপন চাহিদা ও বাসনা দমন করার জন্য রোযা রাখবে। কোনো ব্যক্তি যদি বিয়ের প্রয়োজন অনুভব না করে এবং তার প্রস্তুতি ও সামর্থ্যও না থাকে, তাহলে তার জন্য বিয়ে করা মাকরূহ। প্রস্তুতি ও সংগতি থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বিয়ের প্রয়োজন অনুভব না করে, তার জন্য যদিও বিয়ে করা মাকরূহ নয়; কিন্তু তার জন্য (বিয়ের

১. মূল: আলী হায়দার, আরবী ভাষান্তর : আল-মুহামী ফাহমী আলহুসাইনী, *দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম*, ১/৩২৬।-অনুবাদক

পরিবর্তে) ইবাদতে নিমগ্ন থাকাই উত্তম।[২] অবশ্য সে যদি ইবাদতে নিমগ্ন না থাকে, তাহলে শুদ্ধতম মত অনুসারে তার জন্য বিয়ে করাই উত্তম। আর কোনো ব্যক্তির যদি বিয়ে করার পর্যাপ্ত আর্থিক সংগতি থাকে; কিন্তু সে বার্ধক্য বা জরাগ্রস্ততা, দুরারোগ্য কোনো ব্যাধি বা পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদি কোনো রোগে আক্রান্ত থাকে, তাহলে তার জন্যও বিয়ে করা মাকরূহ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[৩]

তুহফাতুল হুক্কাম গ্রন্থকার[৪] লিখেছেন,

وَبِاعْتِبَارِ النَّاكِحِ النِّكَاحُ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوْبٌ أَوْ مُبَاحٌ

বরের অবস্থার তারতম্যে পরিবর্তন হয় বিয়েবিধান; কখনো ওয়াজিব, কখনো মুস্তাহাব, কখনো বা মুবাহ।

মুহাম্মাদ মাইয়ারা রহ. তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আল-ইতক্বান ওয়াল ইহকাম*-এ উক্ত পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বিয়ের শরয়ী বিধান বরের অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান মোট পাঁচ ধরনের। অবশ্য কাব্যসংকলক হারাম ও মাকরূহের কথা উল্লেখ করেননি। *তাওযীহ* গ্রন্থকার লিখেছেন, সাধারণভাবে বিয়ের বিধান হলো মুস্তাহাব। আবার বিয়ের বিধানই ওয়াজিব হয়ে যায় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে বিয়ে করা ব্যতীত নিজেকে ব্যভিচার হতে মুক্ত রাখতে পারবে না। বিপরীতে যার বিয়ের আগ্রহ ও বাসনাই নেই এবং বিয়ে তাকে ইবাদতবিমুখ করে ফেলবে বলে আশঙ্কা হয়, তার জন্য বিয়ে করা মাকরূহ। ইবনে বাত্তাল রহ.-এর *আল-মুক্বনি* গ্রন্থে আছে, যার বিয়ের আর্থিক সামর্থ্য নেই এবং উপার্জনের কোনো পেশাও নেই, তার জন্য বিয়ে করা মাকরূহ। ইবনে বাশীর বলেছেন, যার ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই এবং আর্থিক বা দৈহিক সামর্থ্য না থাকায় স্ত্রীর অধিকারহানীর আশঙ্কা আছে, কিংবা সংসারের ব্যয়নির্বাহে সে অন্যায় পথের আশ্রয় নেয়, তার জন্য বিয়ে করা হারাম। লাখমী রহ. বলেছেন, যার

---

২. শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী এমন ব্যক্তির জন্য বিয়ের পরিবর্তে ইবাদতে নিমগ্ন থাকা উত্তম হলেও হানাফী মাযহাব মতে তার জন্য বিয়ে করাই উত্তম। বিস্তারিত জানতে হানাফী ফিকহের গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য, আল্লামা নববী রহ.-এর *মিনহাজুত ত্বালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতিয়ীন* কিতাবটি শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহগ্রন্থ।-অনুবাদক

৩. মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া নববী, *মিনহাজুত ত্বালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতিয়ীন*, ৪/২০৪।

৪. কিতাবটির পুরো নাম *তুহফাতুল হুক্কাম ফী নুকাতিল উকূদি ওয়াল আহকাম*। গ্রন্থকারের নাম আবু বকর ইবনে আছিম আল-আন্দালূসী (মৃত্যু: ৮২৯ হিজরী)।-অনুবাদক

বংশধারা নেই এবং নারীদের প্রতি প্রবল চাহিদাও নেই, তার জন্য বিয়ে করা মুবাহ। এ ক্ষেত্রে নারীদের বিধান পুরুষদের মতোই।[৫]

একাধিক বিয়েবিধান ইসলামে আবশ্যকীয় বিধান নয়

এখানে এ বিষয়ও স্পষ্ট উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুনির্ধারিত কিছু কারণ ব্যতিরেকে একজন পুরুষের জন্য প্রথম বিয়েও যেমন ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়, তেমনই ইসলামী শরীয়তে একাধিক বিয়েও ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কোনো বিধান নয়; বরং একান্তই মুবাহ ও অনুমোদিত বিধান। এটিই সর্বযুগের আলেমগণের মত। ওলামায়ে কেরামের অনেকে এ বিষয়ে 'ইজমা' (আলেমগণের ঐকমত্য)-এর কথাও উল্লেখ করেছেন।

ইমাম কুরতুবী রহ. লিখেছেন, এ বিষয়ে কোনো ভিন্নমতের কথা আমার জানা নেই। যাকারিয়া আনসারী রহ. *আছনাল মাতালিব* গ্রন্থে লিখেছেন, ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হলো একাধিক বিয়ে ওয়াজিব নয়।[৬]

আনসারী রহ.-এর আলোচিত উক্তির দাবি হলো আল কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একাধিক বিয়েসংক্রান্ত আদেশবাচক ক্রিয়াটি অপরিহার্যতা প্রমাণের জন্য নয়; বরং বৈধতাদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে—

﴿فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ﴾

নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়, বিবাহ করো, দুই-দুইজন, তিন-তিনজন বা চার-চারজনকে। (সূরা নিসা : ০৩)

প্রথম স্ত্রীর মনতুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিয়ে না করলে সাওয়াব রয়েছে

এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আপন স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক যে ব্যক্তি একাধিক বিয়ে থেকে বিরত থাকবে, বিনিময়ে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে আজর ও সাওয়াব লাভ করবে। অর্থাৎ ইসলাম দাম্পত্যজীবনে পুরুষের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বিপরীত লিঙ্গের আবেগ-অনুভূতিকেও উপেক্ষা করেনি। আর তাই ইসলাম মুসলিম পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দান করলেও পরোক্ষ ফজিলত বর্ণনার মাধ্যমে

---

৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ মাইয়ারা আলফাসী, *আল-ইতক্বান ওয়াল ইহকাম শরহু তুহফাতিল হুক্কাম*, ১/১৫৩।

৬. যাকারিয়া আনসারী, *আছনাল মাতালিব ফী শরহি রাওযিত ত্বালিব*, ৩/১০৮।

তাকে এ অধিকার ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

«أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُوْرٌ تُدْخِلُه عَلى مُسْلِمٍ»

আল্লাহর নিকট প্রিয়তম আমল হলো অন্য মুসলমানকে আনন্দদান।[৭]

বস্তুত এটিই হলো প্রকৃত ন্যায়বিচার ও সমতাবিধান এবং এটিই হলো প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা, আজকের পৃথিবী যার শ্লোগানে আলোড়িত।

সুপ্রসিদ্ধ ফতওয়াগ্রন্থ *ফতওয়ায়ে আলমগীরী*তে[৮] *ফতওয়ায়ে সিরাজিয়া*র সূত্রে বর্ণিত আছে, কোনো পুরুষ যদি এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পুনরায় বিয়ে করতে চায়; কিন্তু দুই স্ত্রীর মাঝে সমতারক্ষার বিষয়ে নিজের প্রতি তার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তাহলে তার জন্য একাধিক বিয়ের অনুমতি নেই। আর এরূপ আশঙ্কা না থাকলে (যদিও শরীয়তে) একাধিক বিয়ের বৈধতা রয়েছে, তবে তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়তর। এর ফলে সে অন্যকে দুঃখপ্রদান থেকে বিরত থাকার সাওয়াব লাভ করবে।[৯]

ইসলামী শরীয়তে পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ের অনুমোদন

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। পবিত্র কোরআনে পুরুষের একাধিক বিয়ের বৈধতার বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। নির্দিষ্ট করে বললে সূরা নিসার দুটি আয়াতে এ প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। আয়াতদুটি হলো—

---

৭. সুলাইমান বিন আহমাদ তাবারানী, *আলমু'জামুল আওসাত*, হাদীস নং ৬০২৬।

৮. *ফতওয়ায়ে আলমগীরী* ফিকহে হানাফীর সুপ্রসিদ্ধ ফতওয়াগ্রন্থ। ভারতবর্ষের ষষ্ঠ মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব রহ. নিজ শাসনামলে সাধারণ মুসলমানদের জন্য এমন একটি কিতাবের প্রয়োজন অনুভব করেন। যাতে ভারতবর্ষের সার্বজনীন মাযহাব হানাফী ফিকহের সকল বিষয়ের অগ্রগণ্য মাসআলাসমূহ দলীল-প্রমাণ, মতবিরোধ ও শাস্ত্রভিত্তিক জটিল আলোচনা ব্যতীত সরল ভাষায় উল্লেখ থাকবে। সম্রাটের আহ্বানে সমকালীন বিদগ্ধ আলেমগণ রাজদরবারে সমবেত হন এবং পরামর্শের পর তৎকালীন সুবিখ্যাত আলেম নিযামুদ্দীন বুরহানপুরীর (মৃত্যু : ১০৯২ হিজরী) নেতৃত্বে সংকলন-কমিটি প্রস্তুত করা হয়। ফিকহের হানাফীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়া-এর বিন্যাস অনুকরণ করে আট বছরে (১০৭৪-১০৮২ হিজরী) ৪০-৫০ জন আলেমের অক্লান্ত পরিশ্রমে কিতাবটির সংকলন সমাপ্ত হয়। গ্রন্থটির মূল নাম *আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া* হলেও সম্রাট আওরঙ্গজেবের উপাধি 'আলমগীর'-এর প্রতি সম্বন্ধ করে কিতাবটিকে *ফতওয়ায়ে আলমগীরী*-ও বলা হয়।-অনুবাদক

৯. মাজমূআ'তুম মিনাল উলামা, *আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া (ফতওয়ায়ে আলমগীরী)* ১/৩৪১।

﴿فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا﴾

নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়, বিবাহ করো–দুই-দুইজন, তিন-তিনজন অথবা চার-চারজনকে। অবশ্য যদি আশঙ্কাবোধ করো যে, তোমরা তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীতে ক্ষান্ত থাকো। এ পন্থায় তোমাদের অবিচারে লিপ্ত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। (সূরা নিসা : ০৩)

﴿وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَ اِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

তোমরা চাইলেও স্ত্রীদের মধ্যে সমতা আচরণ করতে সক্ষম হবে না। তবে কোনো একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে অন্যজনকে মাঝখানে ঝুলন্ত বস্তুর মতো ফেলে রাখবে। তোমরা যদি সংশোধন করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলো, তবে নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নিসা : ১২৯)

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, পবিত্র কোরআন থেকে বিধানগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা কোরআনের আয়াতসমূহের সেই মর্মকেই গ্রহণ করব, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মহান জামাত উপলব্ধি করেছেন এবং উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতদুটির যে মর্মার্থ নবীজী, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত আছে, তার আলোকে বেশ কিছু বিধিবিধান নিঃসৃত হয়। যেমন :

১. ইসলামী শরীয়তে পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ে বৈধ এবং এর সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে চার।

২. একাধিক বিয়ের বৈধতার জন্য শর্ত হলো স্ত্রীদের মাঝে সমতাবিধান করতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতাবিধানের ক্ষেত্রে নিজ সামর্থ্য সম্পর্কে আশ্বস্ত নয়, তার জন্য একাধিক বিয়ে করা জায়েয নয়। কেউ যদি একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতাবিধানে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে

নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করে, তার বিয়ে আইনী দৃষ্টিতে যদিও শুদ্ধ; কিন্তু সে গোনাহগার হবে।

৩. পূর্বোক্ত প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'সুবিচার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বস্তুগত বিষয়ে সুবিচার; অর্থাৎ বাসস্থান, পানাহারসামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, রাতযাপন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমতাবিধান।

৪. প্রথম আয়াতের মর্মার্থে আরও একটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর তা হলো, সকল স্ত্রী এবং তাদের সকল সন্তানের ভরণপোষণের সামর্থ্য থাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণ, বাসস্থান, পরিচ্ছদ ইত্যাদি অধিকার পূর্ণ আদায়ে সক্ষম নয়, তার জন্য একাধিক বিয়ে বৈধ নয়।

এ কারণেই বিভিন্ন হাদীসে বিয়ে করার জন্য আর্থিক সংগতির শর্ত আরোপ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রাযি. বর্ণনা করেন, আমরা যুবক বয়সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে ছিলাম। তখন আমাদের কোনো সহায়সম্পত্তি ছিল না। নবীজী আমাদের বললেন, হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ের মাধ্যমে দৃষ্টি সংযত থাকে, প্রবৃত্তি-চাহিদা সংযমী হয়। আর যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা প্রবৃত্তি-চাহিদাকে দমন করে।[১০]

আল্লামা নববী রহ. বলেন, এ হাদীসে উল্লিখিত 'সামর্থ্য'-এর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরাম থেকে দুধরনের ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। অবশ্য উভয় ব্যাখ্যার সারনির্যাস অভিন্ন। প্রথম ও শুদ্ধতম ব্যাখ্যাটি হলো এখানে সামর্থ্য দ্বারা দৈহিক সামর্থ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং হাদীসের পূর্ণরূপ হলো (বিয়ের আর্থিক সংগতি থাকার পরিপ্রেক্ষিতে) যে ব্যক্তি স্ত্রীগমনের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। আর যে ব্যক্তি (আর্থিক সংগতি না থাকায়) দৈহিক সামর্থ্য পূরণে (বিয়ে করতে) অক্ষম, সে যেন আপন প্রবৃত্তি-চাহিদা দমন ও যৌন অনাচার থেকে নিবৃত্ত থাকার উদ্দেশ্যে রোযা রাখে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে হাদীসে সেসব যুবকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যাদের নারীগমনের কামনা প্রবল ও স্থায়ী।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো সামর্থ্য দ্বারা বিয়ের আর্থিক সামর্থ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং হাদীসের পূর্ণরূপ হলো—তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের আর্থিক সামর্থ্য রাখে,

---

১০. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ১৯০৫।

তারা যেন বিয়ে করে নেয়। আর যারা এ সামর্থ্য না রাখে, তারা যেন আপন প্রবৃত্তি দমনের উদ্দেশ্যে রোযা রাখে।[১১]

আরেক হাদীসে আছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাযি. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আপন অধীনস্থদের ভরণপোষণে অবহেলা করা একজন ব্যক্তির গোনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[১২]

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি. বলেন, আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, প্রত্যেকে আপন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা দায়িত্বশীল, সে আপন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি পুরুষ নিজ পরিবারের দায়িত্বশীল, সে আপন দায়িত্বশীলতার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর বাড়িতে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সেবক আপন মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাবী (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.) বলেন, আমার মনে হয় নবীজী এ কথাও বলেছেন যে, পুত্র আপন পিতার সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, প্রত্যেককে আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।[১৩]

৫. দ্বিতীয় আয়াতে এই বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে যে, হৃদ্যতা ও ভালোবাসা, মানবিক অনুরাগ ও আকর্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতাবিধান অসম্ভব। সুতরাং একজন স্বামীর কর্তব্য হলো একাধিক স্ত্রীর মধ্য থেকে কারও প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগ আচরণ না করা। আচরণ ও উচ্চারণে তাকে এমন দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলিয়ে না রাখা যে, নিজেকে সে না স্ত্রীর মর্যাদায় অনুভব করে, না বিবাহবন্ধনমুক্ত ভাবতে পারে। স্বামীর কর্তব্য হলো প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ করা, যেন সকলের হৃদ্যতা ও ভালোবাসা লাভ করা যায়। আয়াতের দাবি অনুযায়ী এক স্ত্রীর প্রতি সামান্য অতিরিক্ত অনুরাগ-আকর্ষণের কারণে আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন না। তবে কেউ যদি রূঢ়তা ও

---

১১. মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া নববী, *শরহু মুসলিম*, নিকাহ অধ্যায়।
১২. ইমাম নাসায়ী, *আসসুনানুল কুবরা*, হাদীস নং ৯১৩১।
১৩. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৮৯৩।

কঠোরতার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে এবং এক স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে পড়ে, সে অবশ্যই পরকালে পাকড়াও-এর সম্মুখীন হবে।[১৪]

উম্মাহর সর্বোত্তম আদর্শ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বস্তুগত বিষয়াদিতে আপন স্ত্রীদের মাঝে পূর্ণ সমতাবিধান করতেন। অবশ্য অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর প্রতি নবীজীর আন্তরিক অনুরাগ অধিক ছিল। তাঁর এই আন্তরিক অনুরাগের বিষয়টি এই নববী উক্তিতে প্রতিভাত হয়—

«اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»

হে আল্লাহ, যে ক্ষেত্রে আমার সামর্থ্য আছে, সে ক্ষেত্রে এই হলো আমার বণ্টন। সুতরাং যে বিষয় তোমার নিয়ন্ত্রণে; আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, তার জন্য আমাকে তিরস্কৃত করো না।[১৫]

ইসলামপূর্ব জাতিধর্মের ইতিহাসে বহুবিবাহ

১. ইহুদিধর্মে বহুবিবাহ

বহুবিবাহব্যবস্থা মানব ইতিহাসে অধুনা আবিষ্কৃত কোনো ব্যবস্থা নয়। সুপ্রাচীন ও আবহমান কাল ধরে মানবসমাজে এর প্রচলন ছিল। অবশ্য ইসলাম বহুবিবাহব্যবস্থায় যে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত এবং নির্মল ও সুষম রূপ দান করেছে, পূর্বে তা ছিল না। ইহুদিধর্মেও বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। বহুবিবাহ তাদের কাছে ছিল স্বাভাবিক ও স্বভাবজাত বিষয়। বনী ইসরাঈলে আগমনকারী বিভিন্ন নবীর অধিক স্ত্রী গ্রহণের বিবরণ অনেক স্থানেই এসেছে। যদিও বর্তমানে বিদ্যমান তাওরাত-ইনজিল[১৬] ইত্যাদি আসমানী

---

১৪. ড. মুসত্বাফা সিবায়ী, *আল-মারআতু বাইনাল ফিক্বহি ওয়াল ক্বানূন*, পৃ : ৯৭-৯৮।

১৫. ইমাম তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, হাদীস নং ১১৪০ ও ইমাম আবু দাউদ, *সুনানে আবি দাউদ*, হাদীস নং ২১৩৪ ।

১৬. 'তাওরাত' শব্দটি শুনলে যদিও মনে হয় যে, এটি সেই আসমানী কিতাব, যা বনী ইসরাঈলের নবী হযরত মূসা আ.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু বাস্তবতা হলো, বনী ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত মুসা আ.-এর উম্মত তাদের সেই পবিত্র কিতাবখানির হেফাজত করেনি। ফলে কালের গর্ভে তা এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, কোথাও তার নিশানাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। এখন 'তাওরাত' নামে বিকৃত যে গ্রন্থটি আছে, তা মূলত পাঁচটি পুস্তকের সমষ্টি। পুস্তকগুলোর নাম যথাক্রমে আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, গণনাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ।

ঠিক তদ্রূপ *ইনজিল* শব্দটি শুনলে যদিও মনে হয় যে, এটি সেই আসমানী কিতাব, যা বনী ইসরাঈলের শেষনবী হযরত ঈসা মসীহ আ.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু বাস্তবতা হলো, বনী

ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত ঈসা আ.-এর উম্মত তাদের সেই পবিত্র কিতাবখানির হেফাজত করেনি। ফলে কালের গর্ভে তা এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, কোথাও তার নিশানাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। এখন খৃস্টানদের হাতে *ইনজিল* নামে যে গ্রন্থ আছে, তা মূলত ২৭টি পুস্তিকার সমষ্টি। তন্মধ্যে প্রথম চারটি হলো হযরত ঈসা আ.-এর জীবনী। কথিত আছে, মথি, মার্ক, লূক ও যোহন–এই চার ব্যক্তি প্রত্যেকে আলাদাভাবে উক্ত জীবনী গ্রন্থগুলো সংকলন করেছেন। এরপর রয়েছে পোলের শিষ্য 'লূক'-এর লেখা হযরত ঈসা আ.-এর হাওয়ারীগণ (যারা দাওয়াতী কাজের জন্য ঈসা আ. কর্তৃক প্রেরিত ছিলেন) ও সেন্ট পোলের প্রচারকার্যের বিবরণী। এটির নাম *প্রেরিত*। তারপরের ১৩টি পুস্তিকা বিভিন্ন স্থান ও লোকের উদ্দেশ্যে সেন্ট পোলের লেখা পত্র। ১৯ নম্বর পুস্তিকাটি হলো অজ্ঞাতনামা জনৈক ব্যক্তির লেখা *ইবরানী* নামক একটি পুস্তিকা। তারপর যাকবের একটি পত্র, পিতরের দুটি পত্র, যোহনের তিনটি পত্র এবং যিহুদার একটি পত্র। সবশেষে যোহন লিখিত 'প্রকাশিত কালাম'। খৃস্টান সম্প্রদায় এই চারটি জীবনী সংকলন ও ২৭টি পুস্তিকাকেই আসমানী কিতাবের মর্যাদা দিয়েছে। এসব জীবনী গ্রন্থ ও চিঠিপত্র কীভাবে *ইনজিল* তথা আসমানী কিতাবের মর্যাদা পেল তা অবশ্য মোটেও বোধগম্য নয়। উল্লেখ্য, এই ২৭ টি পুস্তিকা ও পূর্বে উল্লিখিত *তাওরাত* নামীয় পাঁচটি পুস্তিকা আরও কিছু পুস্তিকাসহ একত্রে একই ভলিউমে *বাইবেল শরীফ* নামে মুদ্রিত হয়ে থাকে। *বাইবেলের তাওরাত* অংশকে তারা পুরাতন নিয়ম এবং *ইনজিল* অংশকে নতুন নিয়ম নামে অভিহিত করে থাকে। (মাসিক *আলকাউসার*, নভেম্বর ২০১২ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত) ধর্মীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের আলোকে আমরা বলতে পারি, কালের বিবর্তনে *ইনজিলের* মোট চারটি রূপ সৃষ্টি হয়েছে।

১. মহান আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত প্রকৃত *ইনজিল*।

২. নাযিলকৃত *ইনজিলের* বিকৃতরূপ। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিকৃত অংশ আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের অংশ নয়।

৩. মানবরচিত *ইনজিল*। হযরত ঈসা আ.-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর অজ্ঞাত কারও লিখিত ঈসা আ.-এর কয়েকটি জীবনী। সেগুলোকেই খৃস্টানসমাজ ঐশী অনুপ্রেরণায় লিখিত বিশ্বাস করে আসমানী কিতাব বলে ঘোষণা দিয়েছে।

৪. মানবরচিত *ইনজিলের* বিকৃত রূপ। (খৃস্টানদের ভাষায় অজ্ঞাত লেখকদের লিখিত *ইনজিলের* সম্পাদিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত রূপ)। এটিই বর্তমানে *ইনজিল শরীফ* বা নতুন নিয়ম নামে পরিচিত।

মুসলমানগণ বিশ্বাস করে, ওপরের কেবল প্রথমটিই আল্লাহর কালাম, যা তিনি নবী ঈসা আ.-এর ওপর নাযিল করেছিলেন এবং তাঁর বিধান নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত শরীয়ত হিসেবে গৃহীত ছিল। কিন্তু খৃস্টানগণ এই প্রকৃত *ইনজিলকে* সংরক্ষণ করেনি। আর বাকি তিন *ইনজিল* মানবিক হস্তক্ষেপের ফসল তথা আল্লাহর কালাম নয়।

ইনজিলের প্রথম তিন রূপের একটিও খৃস্টানদের কাছে নেই। আজকাল আমরা *বাইবেল* বা *ইনজিল* নামে যেসব পুস্তক দেখতে পাই, তা হচ্ছে *ইনজিলের* চতুর্থ রূপ। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই চতুর্থ রূপের মূলকপিও খৃস্টানদের কাছে সংরক্ষিত নেই। এগুলোর রচয়িতা কে বা কারা, তাও সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক, নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। যাদের নাম অনুমান করা হয়, তারা কেউ-ই ঈসা আ.-এর হাওয়ারী বা সংস্পর্শলাভকারী নন। গ্রন্থগুলো যাদের রচনা বলে দাবি করা হয়, তাদের পর্যন্ত কোনো অবিচ্ছিন্ন সূত্রও খৃস্টানদের কাছে নেই। আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন, আবু মাইসারা